॥ দিলারাম বাবার দিলরুবা (অনুরাগী) বাচ্চাদের সাথে মিলন ॥

আজ, বাবা, সদা উদ্যমে-উল্লাসে থাকা বাচ্চাদের সাথে বিশেষ মিলনোৎসব পালন করতে এসেছেন । দিনরাত তোমাদের সংকল্প চলে মিলনোৎসব পালন করতে হবে । তোমরা আকার রূপে মিলনের উদযাপন করো তবুও, সাকার রূপে মিলনের সদা শুভ আশা থাকে । তোমরা সবসময় দিন গুনতে থাকো বাবার সাথে মিলিত হওয়ার সময় কখন তোমার দিকে ঘুরবে ! বাচ্চারা, তোমাদের এই সংকল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় এবং তার রেসপন্স দিতে বাপদাদাও তোমাদের সবাইকে অবিরত স্মরণ করতে থাকেন । এই কারণে আজ মুরলি শোনাতে নয়, কিন্তু মিলনোৎসব পালনের সংকল্প পূর্ণ করতে এসেছেন । কোনো কোনো বাচ্চা মনে মনে মিষ্টি অনুযোগ করে, বোলের মাধ্যমে তাদের সাক্ষাত্ করানো হয়নি । বাপদাদাও সব বাচ্চাদের সাথে হৃদয় ভরে সাক্ষাত্ করতে চান । যতই হোক, সময় আর মাধ্যম, দুইয়েরই তো বিবেচনা করতে হয় । যত সময় ধরে ইচ্ছা একই সময়ে সূক্ষ্ম রূপে বাবার সাথে তারা মিলিত হতে পারে তার জন্য টার্ন (জোন অনুযায়ী মিলনের টার্ন) আসার কোনো প্রশ্ন নেই । কিন্তু যখন সাকার সৃষ্টিতে সাকার তনের মাধ্যমে মিলন হয় সবকিছু তখন সাকার দুনিয়া এবং সাকার শরীর অনুসারে বিবেচিত হয় । সূক্ষ্ম বতনে কখনও দিন নির্ধারণ করা থাকে কি যে এই এই গ্রুপ সেই দিনেই বাবার সাথে মিলিত হতে পারে বা একঘন্টা-আধঘন্টা পরে বাবার সাথে মিলনের জন্য আসতে হবে ! এই বন্ধন তোমাদের সূক্ষ্মবতনে বা সূক্ষ্ম শরীরের নয় । তোমরা সবাই মিলনোৎসব পালন করার অনুভাবী, তাই না ! এমনকি, সারাদিন যদি তোমরা বসেও থাকো কেউ তোমাদের উঠে যেতে বলবে না বা তোমাদের বলবে না এখন পিছনে যাও, এখন সামনে এসো ! যাই হোক, উভয় আকারের মিলনই মধুর । ড্রামা অনুসারে তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চারা বা এই দেশের বাচ্চারা সাকার রূপের মাধ্যমে পালনার প্র্যাকটিক্যাল রূপ অনুভব করতে পারনি । দীর্ঘকাল ধরে যে বাচ্চারা খুঁজে পেয়ে বাবার কাছে ফিরে এসেছে সেই সকল বাচ্চাদের ব্রহ্মাবাবা অবিরত স্মরণ করেন । ব্রহ্মাবাবা এইরকম হারানিধি বাচ্চাদের বিশেষ গুণগান করেন, তোমরা হয়তো পরে এসেছ, কিন্তু আকার রূপের দ্বারা তোমরা সাকার রূপের অনুভব এখনো অনুভব করছ । এইরকম অনুভবের আধারে তোমরা বলো যে, তোমাদের এমন মনেই হয়না তোমরা সাকার রূপে দেখনি । সাকার রূপের মাধ্যমেই তোমরা পালনা নিয়েছ এবং এখনো নিচ্ছ । আকার রূপে সাকারের অনুভব করা, এটা তোমাদের বুদ্ধির একাগ্রতা এবং অনুরাগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ । তোমরা উপলব্ধি করতে পারো আকার রূপে সাকার রূপ দেখছ । এইরকম অনুভব তো করো, তাই না ! এটাই বাচ্চাদের বুদ্ধির চমত্কারিত্বের প্রমাণ । এটা প্রমাণ করে যে দিলারাম বাবার কাছে থাকা অনুরাগী বাচ্চা । তোমরা আমার অনুরাগী বাচ্চা তাই না ? কোন্ গীত অনুরাগী বাচ্চাদের জন্য অনবরত বেজে চলেছে ? বাহ্ বাবা ! বাহ্ আমার বাবা !

বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্মরণ করেন । এইরকম ভেবোনা বাবা অমুককে স্মরণ করেছেন, আমি জানিনা তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন কি করেননি ! অমুকের জন্য বেশি ভালোবাসা আর আমার প্রতি কম ভালোবাসা । না ! এ ব্যাপারে শুধু ভাবো, পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়া বাচ্চাদের বাপদাদা যখন খুঁজে পেয়েছেন, পাঁচ হাজার বছরের পুঞ্জীভূত স্নেহ সবাই পাবে, তাই না ? তিনি পাঁচ হাজার বছরের ভালোবাসা শুধু ৫-৬ বছর অথবা ১০-১২ বছরে দিয়েছেন, তাহলে এত অল্প সময়ের

মধ্যে তিনি তোমাদের কত দিয়েছেন । সবচেয়ে বেশি দিলে তবে তো তিনি পুরো দিতে পারবেন ! বাবার কাছে সব বাচ্চার জন্য এত ভালোবাসা আছে যে, ভালোবাসা কখনো কম হতে পারেনা । দ্বিতীয়তঃ, বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখেন, এমনকি বাচ্চারা যদি কোনো সময় মায়ার প্রভাবে ওঠানামার খেলাও করে, তবুও বাপদাদা সেই সময়ও সেই নজরেই দেখেন যে এই বাচ্চা একাগ্রতার সাথে মায়াকে পরাস্ত করে এসেছে এবং বিশেষ আত্মা হয়ে অর্পিত বিশেষ কার্যভারের দায়িত্ব পালন করবে । এমনকি বিঘ্নের ক্ষেত্রেও তিনি তোমাদের একনিষ্ঠ রূপই দেখেন, তাহলে ভালোবাসা কম কি করে হবে ! সব বাচ্চাদের প্রতি সদা তাঁর ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং সব বাচ্চা সদাই শ্রেষ্ঠ । বুঝেছ তোমরা ?

গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

ন্যু ইয়র্কঃ- বাবার হওয়া অর্থাত্ বিশেষ আত্মা হওয়া । যখন থেকে তোমরা বাবার হয়েছ সেই মুহূর্ত থেকে সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গায়নযোগ্য এবং পূজনীয় আত্মা হয়েছ । তোমরা চৈতন্য রূপে আবার একবার নিজেদের যোগ্যতার বিচারে নিজেদের পূজনীয় দেখছও শুনছও । এইরকম অনুভব করো তোমরা ? কোথায় ভারত আর কোথায় আমেরিকা, তবুও বাবা বিভিন্ন কোন্ থেকে তোমাদের একই বাগিচায় এনেছেন । তোমরা এখন কারা ? তোমরা হলে আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ । এমন বলা হয়ে থাকে অমুক অমুক দেশের, কিন্তু কার্যতঃ, তোমরা সবাই এক বাগিচারই, একই বাবার পালনাতে রুহানী গোলাপ । এখন এইরকম তো অনুভব হয় তোমরা সবাই একের, তাই না ! আর তোমরা সবাই একই রাস্তায় একই লক্ষ্যে যাচ্ছ । বাবাও সবাইকে দেখে আনন্দিত হন । সবার শুভ ভাবনা, সবার সেবার ক্লান্তিহীন একাগ্রতা, সকলের দৃঢ় সংকল্পের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছিল । চারিদিক থেকে প্রবল আগ্রহ, উদ্যম এবং সহযোগিতা খুব ভালো রেজাল্ট এনেছিলো । বাইরের (বিদেশের) ধ্বনি ভারতবাসীকে জাগাবে, এইজন্য বাপদাদা অভিনন্দন জানান ।

২) বারবাডোজঃ- বাপদাদা সদা নাম্বার ওয়ান হওয়ার বিধি দেখান । কত দেরীতে তুমি এসেছ সেটা কোনো ব্যাপার নয়, যেমন তুমি উন্নতি করবে সেই অনুসারে নাম্বার ওয়ান হতে পারবে । এইরকম কখনো ভেবোনা যে তোমরা শ্রেষ্ঠ পার্ট পাবে কিনা, সামনে এগোতে পারবে কিনা ! সেইরকম ভাবো তোমরা ? বাপদাদার কাছে যতই পিছনে আসো, যেকোনও দেশের হও, যেকোন ধর্মের হও, যেকোন কিছুতে বিশ্বাস থাক, তোমাদের সকলের জন্য একই পূর্ণ (ফুল) অধিকার । বাবা এক, তো সকলের অধিকারও এক । শুধু সাহস আর একাগ্রতার ব্যাপার ! কখনো সাহস হারিও না । যতই কেউ মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করুক বা যদি কেউ বলেও যে, 'জানিনা তোমার কি হয়েছে, কোথায় হারিয়ে গেছ তুমি !' তাদের এইসব কথা গ্রাহ্য কোরোনা । ভালোভাবে জেনেবুঝে বিবেচনা করে পাকা সওদা করেছ, তাই না ! আমি বাবার, বাবা আমার । বাবা সব বাচ্চাদের সর্বাধিকারী আত্মা মনে করেন । তোমরা যে যত চাও নিতে পারো, তাতে কোনরকম বাধা নেই । এখনও কোনো সীট বুক হয়নি । সব সীট এখনো খালি । বাঁশি এখনো বাজানো হয়নি এবং এই কারণে যদি তুমি অবিরত সাহস বজায় রাখো, বাবা শতগুণ সহায়তা দেবেন ।

৩) কানাডাঃ- সদা উড়তি কলায় যাওয়ার আধার কি ? ডবল লাইট হওয়া । তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ, তাই না ? উড়ন্ত বিহঙ্গ কখনো কারও বন্ধনে থাকেনা । নিচে আসলে তারা বন্ধনে বাঁধা পড়ে ।

অতএব, নিরন্তর ওপরে উড়তে থাকো । উড়ন্ত বিহঙ্গ সদা সব বন্ধন থেকে মুক্ত এবং জীবনমুক্ত হবে । কানাডায়, সায়েন্সও ওড়ার কলা শেখায়, তাই না ? তাইতো কানাডা নিবাসী সদা উড়ন্ত বিহঙ্গ ।

৪) স্যানফ্রান্সিসকোঃ- তোমরা সবাই নিজের পার্ট অভিনয় করতে করতে নিজেকে বিশ্বে বিশেষ পার্টে অভিনয় করা হিরো অ্যাক্টর মনে ক'রে নিজের পার্ট অভিনয় করছো ? (কখনো কখনো) বাপদাদা বাচ্চাদের কাছে 'মাঝে-মধ্যে' শব্দ শুনে বিস্মিত হন । আজ পর্যন্ত যখন বাবার সাহচর্য তোমাদের সাথে আছে তখন সদা তিনিই স্মরণে আসবেন, তাই না ! বাবা ছাড়া আর কে আছে যাকে তোমরা স্মরণ করো ! তোমরা উপলব্ধি করেছ অন্যকে স্মরণ ক'রে কি পেয়েছ আর কোথায় চালিত হয়েছ । তোমরা যখন এটা আগেই অনুভব করেছ, তখন বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা স্মরণ করতে পারো ? সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথে অনুভব করেছ নাকি এখনও কোনো সম্বন্ধ বাকি থেকে গেছ ? যখন তোমরা একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ অনুভব করতে পারো তখন অন্যদিকে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই । একেই বলা হয়ে থাকে, এক বল, এক ভরসা । আচ্ছা, তোমরা সবাই খুব ভালো মেহনত ক'রে বিশেষ আত্মাদের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছো । যারাই সেবায় সহযোগ দিয়েছে, তারা ভবিষ্যতের অনেক জন্মের জন্য সেই সহযোগের রিটার্ন প্রাপ্ত হতে থাকবে । অনেক জন্মের মেহনত থেকে এক জন্মের মেহনত তোমাদের মুক্তি দেবে । সত্যযুগে তোমাদের কোনরকম মেহনত করতে হবেনা । বাপদাদা বাচ্চাদের সাহস আর নিমিত্ত হওয়ার ভাব দেখে খুশি হন । যদি তোমরা নিমিত্ত ভাব থেকে না করো, রেজাল্টও হবেনা । আচ্ছা ।

০৫-১১-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ২৭-০২-৮৩ মধুবন

॥ সঙ্গমযুগের সুশোভিত মধুর অলৌকিক মেলা ॥

আজ, বাবা আর বাচ্চারা মিলন মেলা উদযাপন করছেন । মেলাতে ভ্যারাইটি আর সুন্দর সুন্দর বস্তু খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত থাকে এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাত্ হয় । বাপদাদা এই মধুর মেলাতে কি দেখছেন ? সঙ্গমযুগ ছাড়া এইরকম সুশোভিত অলৌকিক মেলার উত্সব কেউ পালন করতে পারেনা । প্রত্যেকে একে অপরের থেকে অধিক সুসজ্জিত অমূল্য রত্ন । নিজের শৃঙ্গার তোমরা জানো তো, তাই না ! সবার মস্তকে কত সুন্দর লাইটের জয়মুকুট ঝলমল করছে । এই লাইটের ক্রাউনের মাঝে আত্মার চিহ্ন হীরের মতো কত ঝিলমিল করছে । তোমরা নিজেদের মুকুটধারী রূপ দেখেছো ? সবাই দিব্য গুণের শৃঙ্গারে কত সুন্দর সুশোভিত মূর্তি ! তোমরা এমনই অলংকৃত যে বিশ্বের আত্মারা না চাইলেও আপনা থেকেই তোমাদের দিকে আকৃষ্ট হয় । এইরকম শ্রেষ্ঠ অবিনাশী শৃঙ্গার করেছ ? এই সময়ে শৃঙ্গারের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, ভক্তরা অবিরত তোমাদের জড় চিত্রেরও অতি সুন্দরভাবে অলংকরণ করতে থাকবে । এখনকার শৃঙ্গার অর্ধকল্প চৈতন্য দেব-আত্মা রূপে অলংকরণ করা হবে এবং অর্ধকল্প জড়চিত্র রূপে অলঙ্কৃত হবে । বাপদাদা দ্বারা সব বাচ্চাদের শৃঙ্গার এখনই হয়ে গেছে । বাপদাদা আজ প্রত্যেক বাচ্চার তিন স্বরূপ, বর্তমান এবং নিজ রাজ্যের দেব আত্মার এবং ভক্তি মার্গের স্মৃতিচিহ্নের চিত্র দেখে পুলকিত । তোমরা সবাই এখন তোমাদের তিন স্বরূপ জেনে গেছ, তাই না ? তোমরা নলেজের নেত্র দ্বারা নিজেদের তিন রূপ দেখেছো, তোমরা দেখেছো, তাই না ?

আজ, বাপদাদা তাঁর সাথে মিলনের ক্ষেত্রে যে অনুযোগ তা' পূর্ণ করতে এসেছেন । এটা বাচ্চাদের চমত্কারিত্ব যারা নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বেঁধে দেয় । বাপদাদাকেও তোমরা শিখিয়ে দাও, কিভাবে

তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে । তাহলে, জাদুকর কে ? বাচ্চারা নাকি বাবা ? বাচ্চারা বাবার ওপরে স্নেহের এমন জাদু করে যে বাবা বাচ্চাদের ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননা । বাচ্চারা, তিনি অনুক্ষণ তোমাদের স্মরণ করেন । তোমরা সবাই যখন ভোজন করো তো একেরই আহ্বান করো । তাহলে তাঁকে কত বাচ্চাদের সাথে ভোজন করতে হবে ! কতবার তো তোমরা তাঁকে ভোজন করতে আহ্বান করো । তোমরা যখন ভোজন করছো, হাঁটছ, হাঁটতে হাঁটতেও হাতে হাত দিয়ে হাঁটছ, তোমরা ঘুমাচ্ছও একসাথে । তাহলে, তাঁকে যখন এত বাচ্চাদের সাথে ভোজন করতে হবে, ঘুমাতে হবে এবং চলতে হবে, তবে তাঁর অন্য কিছু করার সময় থাকবে ? এমনকি, তোমরা যখন কোনো কর্ম করো, তখনও বলো 'এটা তোমার কর্ম, আমি নিমিত্ত মাত্র । তুমি করো, করাও আর আমরা নামে মাত্র আমাদের হাত লাগাই ।' তবে তো তাঁকে সেটাও করতে হয়, তাই না ! তারপর আবার যখন কমবেশি বিপর্যয় হয়, তোমরা বলো, তুমি জানো, তুমিই করো । বিপর্যয় সামলানোর ভারও তোমরা বাবাকে দিয়ে দাও । এমনকি, কর্মের বোঝাও তোমরা বাবাকে দাও । সদা তাঁর সাহচর্যে আছো, তাহলে বড় জাদুকর কে হলো ? বাহুর সহযোগ বিনা তো কিছুই হতে পারেনা এবং সেই কারণেই মালা জপা হয়, তাই না ! আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাচ্চারা খুব ভালো ত্যাগ করেছিলো এবং বারবার তারা ত্যাগ করেছে । তারা সদা লাস্ট সো ফাস্ট অর্থাত্ শেষে এসে তীব্রগতিতে গিয়ে ফার্স্ট হয়ে যায় । তারা যত ত্যাগ করে ততই অন্যদের এগিয়ে দেয়, তদনুসারে যতজনের সাথে দেখা হতে থাকে আর তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে তাদের সবার শেয়ারের অল্পস্বল্প অস্ট্রেলীয়রা লাভ করে । তাহলে, তোমরা কিছু ত্যাগ করেছ নাকি ভাগ্য নিয়েছ ? তাদের সাথে ইউ .কে .-এর গ্রুপও বড় । তারা উভয়ই প্রথম নিমিত্ত সেন্টার এবং বিশাল সেন্টার । এক থেকে অন্য অনেক স্থানে বাবাকে প্রত্যক্ষ করে এমন বাচ্চারা আছে, এই কারণে, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউ .কে. উভয় জায়গাতে বড়দের অন্যদেরকে তাদের সামনে এগিয়ে দিতে হয় । অন্যদের খুশিতে তোমরা সবাই খুশি, তাই না ? এটা দেখা গেছে উভয় স্থানের সেবাধারী, সহযোগী, স্নেহী বাচ্চারা সব ব্যাপারে উদার মনের । এই ব্যাপারে সহযোগী হওয়ায় বাচ্চারা মহাদানী । বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্মরণ করেন । সবার সাথে মিলিত হতে পারবেন, এতে বাপদাদা তো খুশি হন, কত দূর দূর থেকে বাচ্চারা মিলনের জন্য প্রবল আগ্রহে তাদের সুইট হোমে পৌঁছে যায় । তোমরা এখানে উড়তে উড়তে পৌঁছে যাও । স্থূলভাবে, হয়তো তোমরা যে কোনো দেশ থেকে এসেছ , কিন্তু তোমরা সবাই এক দেশের অধিবাসী । সবাই মিলে এক । এক বাবা, এক দেশ, এক মত এবং একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা । অল্প সময়ের তোমাদের মিলনমেলায় শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য দেশের নাম নেওয়া, কিন্তু তোমরা একদেশীয় । সাকারের ক্ষেত্রেও, এই সময় তোমরা সবাই মধুবনের অধিবাসী । নিজেদের মধুবন নিবাসী ভাবতে ভালো লাগে, তাই না !

নতুন স্থানে সেবায় সফলতার আধার :

যখন তোমরা কোনো নতুন জায়গায় সেবা শুরু করো তখন একই সময়ে সবরকম সেবা করো । মন্সায় শুভ ভাবনা, বাণীতে বাবার সাথে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে শুভ কামনার সাথে শ্রেষ্ঠ শব্দ বলো । সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, তোমার স্নেহের এবং শান্তির প্রতিমূর্তি দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করো । এইভাবে সবরকম সেবা করে তুমি সাফল্য অর্জন করবে । শুধুমাত্র বাণী নয়, সাথে সাথে সবরকম সেবা করতে হবে । এমন প্ল্যান বানাও, কারণ যেকোন সেবা করার জন্য বিশেষভাবে তোমার নিজেকে

স্টেজে স্থিত করতে হবে । সেবার রেজাল্ট যাই হোক, কিন্তু সেবার প্রতি পদক্ষেপে কল্যাণ ভরে আছে, এমনকি একজনও যদি এখানে পৌঁছে যায়, সেই সাফল্যও এতে ভরা আছে । বহু আত্মার ভাগ্যরেখা টানার নিমিত্ত তোমরা । নিজেদের এমন বিশেষ আত্মা মনে করে এইভাবে নিরন্তর সেবা করতে থাকো । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- পরমাত্ম ভালোবাসার শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে পদমাপদম্ ভাগ্যবান ভব

পদমাপদম্ ভাগ্যবান বাচ্চারা সদা পরমাত্ম ভালোবাসায় ডুবে থাকে । পরমাত্ম ভালোবাসার শক্তি যেকোন পরিস্থিতিকে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে পরিবর্তিত করে । অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায় । কঠিন কোনো কিছু সহজ হয়ে যায়, কারণ, বাপদাদার প্রতিজ্ঞা হলো সব সমস্যাকে পার করতে ভালোবাসার দায়িত্ব পূর্ণ করবেন । কিন্তু কখনো কখনো যারা প্রীতি রাখে তাদের মতো হ'য়োনা । সদা প্রীতির দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে হবে ।

স্লোগানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার-আচরণের দ্বারা আশীর্বাদ জমা করলে পাহাড় সমান পরিস্থিতি তুলোর মতো অনুভব করবে ।